দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 AUG 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি

ভর্তির প্রক্রিয়া নির্ধারণ লইয়া সমস্যা

রেজানুর রহমান ॥ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কলেজগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সার্কুলার প্রদান করার বিভিন্ন কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া নির্ধারণ নিয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি জরুরী সভায় নগরীর বিভিন্ন কলেজের প্রিন্সিপাল ও কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দেশের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ভর্তির জন্য নিজস্ব অবকাঠামো, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি বিবেচনায় আনিয়া ভর্তির জন্য আগাম শূন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তির প্রক্রিয়া

(১ম পৃঃ পর)

করিয়া ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে। ইহার পর আবেদনকারীদের এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমানুসারে শূন্য আসনে ভর্তি করিবে। কোন ক্ষেত্রেই ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন প্রিন্সিপালের সহিত গতকাল এই ব্যাপারে আলাপ করা হইলে তাহারা জানান, এখনও সরকারী সার্কুলার পাই নাই। সার্কুলার পাইলে ভর্তির ব্যাপারে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই দুইটি নামকরা কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটি নাম করা কলেজে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্র বিক্রি অব্যাহত রাখা হইয়াছে। এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইলে মেধা যাচাই সঠিক হইবে কি-না এই ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠিয়াছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোচিং-মুখী প্রবণতা দূর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রণালয়ের সভায় বলা হয়, ভর্তি পরীক্ষা উঠাইয়া দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা আর কোচিং-এর দিকে ধাবিত হইবে না। শিক্ষাকে পণ্য করার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। মন্ত্রণালয়ের সভায় ভর্তি পরীক্ষার বিপক্ষে মতামত দিয়াও এখন অনেকে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগিতেছেন। একটি সূত্রের মতে, ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র বিক্রির মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আয় করে। কাজেই সরকারী কলেজের পক্ষে মন্ত্রণালয়ের নূতন সিদ্ধান্ত মানা সহজ হইলেও বেসরকারী কলেজের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে।

ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর আবদুস সাত্তারের সহিত গতকাল যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, আমরা এখনও সরকারী সার্কুলার পাই নাই। কাজেই ভর্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট করিয়া কিছু বলা যাইতেছে না। বদরুন্নেসা কলেজে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রী ভর্তির নোটিস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মন্ত্রণালয়ের নূতন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এই নোটিশ নামাইয়া ফেলা হইয়াছে।

ইডেন কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর রাজিয়া বেগম বলেন, আমরা এখনও সরকারী সার্কুলার পাই নাই। তবে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ভর্তি সংক্রান্ত নোটিস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

হলিক্রস কলেজে ইতিমধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে। সিটি কলেজে ১৫০ টাকা মূল্যের আবেদনপত্র বিক্রি করা হইতেছে। ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। ২০ হইতে ২২শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে।

নগরীর কয়েকটি কলেজে আসন-সংখ্যা নিম্নরূপ: ঢাকা কলেজ বিজ্ঞান ৮০০, মানবিক-৫৫০ ও বাণিজ্য ৩৫০। ভিখারুননিসা নূন কলেজ বিজ্ঞান ৩০০, মানবিক ৩০০ ও বাণিজ্য ১১০। নটরডেম কলেজ বিজ্ঞান-৯১০, মানবিক ২৫৫, বাণিজ্য ৩৬০। আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বিজ্ঞান-৪০০, মানবিক-২০০, বাণিজ্য-২০০। ঢাকা সিটি কলেজ বিজ্ঞান-৫৫০, মানবিক ২২৫, বাণিজ্য-৭৫০, সরকারী তিতুমীর কলেজ বিজ্ঞান ৫০০, মানবিক ২০০, বাণিজ্য ২০০ বদরুন্নেসা সরকারী মহিলা কলেজ বিজ্ঞান ৪৫০, মানবিক ৫০০। লালমাটিয়া মহিলা কলেজ বিজ্ঞান ৭৫০, মানবিক ১০০০ ও বাণিজ্য ৫০০। তেজগাঁও কলেজ বিজ্ঞান ২৪০০, মানবিক ৬০০ ও বাণিজ্য ২৪০০।